গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(সংস্থাপন-১)
(www.mole.gov.bd)

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.১৯৬.২০১৪-৪৮১

তারিখঃ ১৩-১২-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহীর (বর্তমানে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, বগুড়ায় কর্মরত) সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে রাজশাহী-তে কর্মকালীন সময়ে উক্ত কার্যালয়ের অফিস সহায়ক মোছাঃ হাফিজা খাতুন সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেন। আত্মসাৎকৃত অর্থের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ এবং অর্থ আত্মসাৎ এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক গত ২৭.০৩.২০১৮ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে লাইসেন্স প্রাপ্তি/নবায়ন, চালানে কাটাছেড়া থাকা সত্ত্বেও চালান যাচাই না করে লাইসেন্স প্রদানের সুপারিশ এবং চালান লেখা ও জমাদান অফিস সহায়ক মোছা: হাফিজা খাতুনের কাজ না হওয়া সত্ত্বেও তাকে দিয়ে চালান লেখা ও জমাদানের কারনে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০২/২০১৮ রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক ১০ কর্ম দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য বলা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অভিযোগনামার জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি চেয়ে সচিব মহোদয় বরাবর আবেদন করেন। ০৪-১২-২০১৮ তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় সচিব মহোদয় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করেন। শুনানিকালে তিনি বলেন যে, তিনি চাকরিতে নতুন ছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি যোগদান করেন। মোছা: হাফিজা খাতুনকে তিনি চালান লিখতে বলেননি। তিনি অনভিজ্ঞ। চালান যাচাই করতে হবে এটা তার জানা ছিল না। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি চালানে কাটাছেড়া এবং ওভাররাইটিং থাকা সত্ত্বেও যাচাই-বাছাই না করে লাইসেন্স নবায়ন ও কারখানার নকশার অনুমোদনের সুপারিশ করেছেন। একজন নবীন কর্মকর্তা বিবেচনায় যথাযথভাবে চালান যাচাই-বাছাই না করে লাইসেন্স নবায়নের সুপারিশ প্রদান করায় তাকে লঘুদন্ড হিসেবে তিরষ্কার দন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহীর (বর্তমানে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, বগুড়ায় কর্মরত) সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম রাজশাহীতে কর্মকালীন সময়ে চালান যাচাই-বাছাই না করে লাইসেন্স নবায়নের সুপারিশ প্রদান করেছেন। সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২ এর (১) (ক) অনুযায়ী তিরষ্কার দন্ড প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(আফরোজা খান)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.১৯৬.২০১৪-৪৮১/১(৬)

তারিখঃ ১৩-১২-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, বগুড়া।
৫। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বগুড়া।
৬। জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, বগুড়া।

(মো: মহিদুর রহমান)
উপসচিব (সংস্থাপন-১)
ফোন-৯৫৭৭১৪০
section10@mole.gov.bd

E/Gazi sir/DIFE-Case Office order